জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক যুগান্তর

তারিখ ঃ 07 FEB 2019

পৃষ্ঠা নং ঃ

ঋণ জালিয়াতিতে ফেঁসে যাচ্ছে ক্রিসেন্ট গ্রুপ

মিজান মালিক ও মনির হোসেন

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে ক্রিসেন্ট গ্রুপের ঋণ জালিয়াতির যে অভিযোগ উঠেছে, এর সত্যতা মিলেছে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দীর্ঘ অনুসন্ধানে।

জনতা ব্যাংক থেকে ১,৭৪৫ কোটি টাকা আত্মসাতের সত্যতা পেয়েছে দুদক

১৮ জনের দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

বিতর্কিত এই গ্রুপের বিরুদ্ধে ঋণের নামে জালিয়াতির মাধ্যমে জনতা ব্যাংক থেকে ১ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা আত্মসাতের প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

আরও জানা গেছে, দুদকের অনুসন্ধানে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করা গেছে। এদের মধ্যে গ্রুপটির চেয়ারম্যান এমএ কাদের ও তার স্ত্রীসহ মালিকপক্ষের ৫ জন এবং ব্যাংকের জিএম থেকে নোট প্রস্তুতকারী কর্মকর্তা পর্যন্ত ১৩ জনের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই ১৮ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, জালিয়াতি, অর্থ আত্মসাৎ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করার প্রমাণ মিলেছে। এসব ব্যক্তিকে আসামি করে শিগগিরই মামলা করতে যাচ্ছে দুদক। এরই মধ্যে তাদের দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ নিষেধাজ্ঞা জারি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

এর আগে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বিদেশে পাচারের অভিযোগে ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ১৭ জনের ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

ঋণ জালিয়াতিতে ফেঁসে যাচ্ছে ক্রিসেন্ট গ্রুপ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিরুদ্ধে মামলা করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর। ওই মামলায় সম্প্রতি কোম্পানির চেয়ারম্যান এমএ কাদের গ্রেফতার হয়ে কারাগারে আছেন। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এই ঘটনায় বিচারের মাধ্যমে আর্থিক সুশাসনের নজির স্থাপন করা উচিত।

১৩ ব্যাংক কর্মকর্তাসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে

জানতে চাইলে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোয় সবচেয়ে বড় সমস্যা হল সুশাসনের অভাব। এর সুযোগ নিচ্ছে একটি গ্রুপ। তিনি বলেন, এদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা উচিত। এতে ঋণখেলাপির কাছে একটি বার্তা যাবে।

সূত্র জানায়, দুদকের অনুসন্ধানের যাদের জড়িত থাকার প্রাথমিক সত্যতা মিলেছে, তারা হলেন— ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ, ক্রিসেন্ট লেদার ও রুপালি কম্পোজিট লেদারওয়্যারের চেয়ারম্যান এমএ কাদের, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও তার স্ত্রী মিসেস সুলতানা বেগম, রিমেক্স ফুটওয়্যারের চেয়ারম্যান ও এমএ কাদেরে ভাই আবদুল আজিজ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আবদুল আজিজের স্ত্রী মিসেস লিটুল জাহান মির এবং ক্রিসেন্ট লেদারের পরিচালক রেজিয়া বেগম। এছাড়া জনতা ব্যাংকের ১৩ কর্মকর্তাকে দায়ী করা হয়েছে। তারা হলেন— তৎকালীন ব্যাংকের ফরেন ট্রেড ডিভিশনের জেনারেল ম্যানেজার এবং বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (ডিএমডি) মো. ফখরুল আলম, তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান ঢাকা দক্ষিণ ও বর্তমানে সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি মো. জাকির হোসেন, তৎকালীন (ঘটনার সময়) ব্যাংকের ফরেন ট্রেড ডিভিশনের ডিজিএম এবং বর্তমানে প্রধান কার্যালয়ের ডিজিএম কাজী রইস উদ্দিন আহমেদ। এছাড়াও রয়েছে নোট প্রস্তুতকারী সিনিয়র অফিসার মো. আবদুল্লাহ আলম মামুন, পরীক্ষণকারী সিনিয়র অফিসার মো. সাইদুজ্জামান, সুপারিশকারী প্রিন্সিপ্যাল অফিসার মো. রুহুল আমিন, সিনিয়র প্রিন্সিপ্যাল অফিসার মো. মগরেব আলী, মো. খায়রুল আমিন, এজিএম আতাউর রহমান, অনুমোদনকারী ডিজিএম মো. রেজাউল করিম, মোহাম্মদ ইকবাল এবং একেএম আসাদুজ্জামান।

দুদকের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন অনুসারে ক্রিসেন্ট গ্রুপের রফতানি বিল কিনে নিয়েছে জনতা ব্যাংকের ইমামগঞ্জ শাখা। নিয়ম অনুসারে আগাম টাকার প্রয়োজনে কোনো রফতানিকারক পণ্য রফতানির পর এ সংক্রান্ত সব কাগজপত্র জমা দিয়ে ব্যাংকের কাছে টাকা চাইতে পারে। এক্ষেত্রে ওই ব্যাংক বিল কিনে নিয়ে রফতানিকারককে ৯০ শতাংশ টাকা পরিশোধ করার বিধান রয়েছে। ব্যাংকিংয়ের ভাষায় এই প্রক্রিয়াকে 'ফরেন ডকুমেন্ট বিল পার্সেস (এফডিবিপি)' বলে। তবে এফডিবিপির ক্ষেত্রে অবশ্যই ১২০ দিনের মধ্যে ব্যাংকে টাকা পরিশোধে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের মাধ্যমে ব্যাংককে শতভাগ নিশ্চিত হতে হবে যে, বিলের টাকা পাওয়া যাবে। আর এ প্রক্রিয়ার (এফডিবিপি) মাধ্যমেই ক্রিসেন্ট গ্রুপ টাকা নিয়েছে। এক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড শিপিং লাইন এবং ইউরো এশিয়া শিপিং লাইনের নামে ভুয়া কাগজপত্র বানিয়ে ব্যাংকে দাখিল করা হয়েছে। হংকং, থাইল্যান্ড ও দুবাইয়ে নিবন্ধিত সান পল লেদার ক্র্যাফট, বায়ো লি ডা ট্রেডিং কর্পোরেশন, মার্চেন্ট ট্রেড গ্যারান্টি কর্পোরেশন কোম্পানি, ব্রাইট বিউ জেনারেল ট্রেডিং নামে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিল দাখিল করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক ডকুমেন্ট নেয়া হয়েছে আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়ার এক্সিও ক্রেডিট ব্যাংক লিমিটেড নামের প্রতিষ্ঠান থেকে। এই ব্যাংক থেকেই ২২১টি এলসি ইস্যু করা হয়েছে। তবে আদৌ এ সংক্রান্ত কোনো এলসি খোলা হয়েছে কি না সন্দেহ রয়েছে।

সূত্র জানায়, এই ঋণের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি আইনের তোয়াক্কা করেনি ক্রিসেন্ট গ্রুপ। রফতানি বিল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ওই প্রতিষ্ঠানে সন্তোষজনক ক্রেডিট রিপোর্ট জরুরি। আর প্রথম লেনদেনের আগে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন নিতে হয়। কিন্তু এই নির্দেশনা মানেনি জনতা ব্যাংকের ইমামগঞ্জ শাখা। ফলে নিয়মবহির্ভূতভাবেই ক্রিসেন্টকে একটি বিলের বিপরীতে ৩৪৭ কোটি ৫৩ লাখ টাকা দেয়া হয়েছে।

দুদকের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ক্রিসেন্ট গ্রুপের টাকা পাচারের ক্ষেত্রে ব্যাংকের যেসব দুর্বলতা চিহ্নিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— দেশের বাইরের ব্যাংকের সঙ্গে এলসি খোলার সময় ওই ব্যাংক আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কি না, তা যাচাই করেনি জনতা ব্যাংক। আর রফতানির চুক্তিতে কোনো সাক্ষীর স্বাক্ষর নেই, যা আন্তর্জাতিক আইনে গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়া এফডিবিপি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ওই প্রতিষ্ঠানের স্বাক্ষর যাচাই করা হয়নি। জনতা ব্যাংকের নীতিমালায় কোনো ত্রুটিপূর্ণ বিল ক্রয় না করার নিয়ম থাকলেও এক্ষেত্রে সেটি মানা হয়নি। বিল ক্রয়ের ক্ষেত্রে আমদানিকারকের একসেপটেন্স (সম্মতি) বাধ্যতামূলক থাকলেও সেটি লঙ্ঘন করা হয়েছে। ব্যাংকের ডকুমেন্টের সঙ্গে রিলেশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন না থাকায় সুইফট মেসেজ বিনিময়ের শর্ত লঙ্ঘন করা হয়েছে। এ মামলায় গ্রুপটির ৫টি প্রতিষ্ঠান জড়িত। এর মধ্যে রয়েছে ক্রিসেন্ট লেদার, ক্রিসেন্ট ট্যানারি, লেসকো লিমিটেড, রূপালী কম্পোজিট লেদারওয়্যার এবং রিমেক্স ফুটওয়্যার। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, অসৎ উদ্দেশ্যে বিশ্বাসভঙ্গ করে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে জাল-জালিয়াতির আশ্রয়ে রফতানি না করেও ভুয়া ডকুমেন্ট দিয়েছে ক্রিসেন্ট গ্রুপ। এই প্রক্রিয়ায় গ্রুপের পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে প্রায় ১ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা দিয়েছে জনতা ব্যাংক। ফলে এটি আত্মসাৎ বলে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত। এ কারণে আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি-১৮৬০ এর ৪০৯/১০৯/১২০/৪৬৭/৪৭১ এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় পাঁচটি মামলার অনুমোদন চাওয়া হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ বা আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট) প্রধান আবু হেনা মোহাম্মদ রাজী হাসান যুগান্তরকে বলেন, বিষয়টি আইনি ব্যাপার। বাংলাদেশ ব্যাংক এ ব্যাপারে তদন্ত করতে পারলেও মামলা করার আইনি ক্ষমতা নেই। দুদকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যার যার আইন অনুসারে মামলা করবে, এটাই স্বাভাবিক।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

তারিখ ঃ 07 FEB 2019

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক প্রথম আলো
পৃষ্ঠা নং ঃ

খেলাপি ঋণ একটা অপরাধ : অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আ হ ম মুস্তফা কামাল

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, 'খেলাপি ঋণ অবশ্যই একটা অপরাধ। পুরো দেশের জন্য এটা অপরাধ। কারণ, এটা জনগণের কষ্টের টাকা। সারা দেশের মানুষ বিশ্বাস করে ব্যাংকে আমানত রাখে। আর সেই টাকা ঋণ হিসেবে দিয়ে তা পুরোপুরি ব্যবহার করতে না পারলে তা আমাদের ব্যর্থতা।'

গতকাল বুধবার সকালে রাষ্ট্রমালিকানাধীন রূপালী ব্যাংকের বার্ষিক ব্যবসায়িক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি প্রতিটি ব্যাংকের প্রকৃত চিত্র জানতে বিশেষ নিরীক্ষা করা হবে বলে জানান। এ ছাড়া অসাধু ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি সহযোগী ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, এ জন্য প্রয়োজনে আইনের সংস্কার করা হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

খেলাপি ঋণ একটা অপরাধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে আয়োজিত এ সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ফজলুল হক। রূপালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান মনজুর হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য দেন ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আতাউর রহমান প্রধান।

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, 'প্রতিটি ব্যাংকে বিশেষ নিরীক্ষা করা হবে। আপনাদের (ব্যাংকার) বিপদে ফেলতে নয়, নির্ভার করতেই এ নিরীক্ষা হবে। যারা ঋণ নিয়েছে, তারা কারা। তারা যে ঋণপত্র খুলে মূলধনি যন্ত্র এনেছে, তা কোথায় বসিয়েছে, আমরা তা দেখব। তিনটি নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে আমরা কাজ শুরু করব। আমরা এমন একটা অবস্থানে নিয়ে আসতে চাই, যেখানে শুধু সততার বিজয় হবে, সবাই সত্য জানবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিবের সঙ্গে আলোচনা করে এটা করা হবে।'

আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, 'আমি কিছু বিষয় ধারণা করতে পারছি। প্রকৃত সত্য চিত্র পেলে আমাদের জন্য ভালো হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মহোদয়কে আমি ভালোভাবে চিনি। তিনি আতঙ্ক তৈরির জন্য কোনো কাজ করেননি। আমি এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য আসিনি। ১৯৭৩ সাল থেকে আমি ব্যবসা করি। গ্রাহককে জেনেশুনে ঋণ দিতে হবে।'

অর্থমন্ত্রী বলেন, 'ব্যবসায়ীদের ঋণ দিতে হবে। কিন্তু দেশে ব্যবসায়ী ও অসাধু ব্যবসায়ী, দুই ধরনের মানুষ আছে। ব্যবসায়ী তাঁরা, যাঁরা ঝুঁকি নিয়ে অর্থনীতির হাল ধরেছিলেন। ব্যাংকের টাকাও ফেরত দিয়েছেন। অনেক সময় তাঁরাও হোঁচট খেতে পারেন। তাঁদের অসাধু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মিলিয়ে ফেললে তা ঠিক হবে না। অসাধু ব্যবসায়ী তারা, যারা ঋণ নিয়েছে টাকা ফেরত না দেওয়ার জন্য। তাদের ব্যাপারে কোনো ছাড় নেই। প্রকৃত ব্যবসায়ীদের আমরা অনেক সহায়তা করব, অনেক ছাড় দেব। কিন্তু অসাধুদের থেকে সাবধান। তাদের যারা যারা সহায়তা (ব্যাংকার) করেছে, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তিনি বলেন, যারা রপ্তানি ঋণপত্র খুলেছে, কিন্তু রপ্তানির আয় দেশে আসছে না, তাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। এরপরও তাদের ঋণপত্র খোলা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। জেনেশুনে ব্যাংকিং করতে হবে। টাকা আদায়ে প্রয়োজনে আইনের সংস্কার করতে হবে। মালয়েশিয়ায় ঋণখেলাপিদের তালিকা সব দপ্তরে চলে যায়। তারা দেশের বাইরে যেতে পারে না।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গভর্নর ফজলে কবির বলেন, ব্যাংকটির মূলধন অনেক কম। এটা দেখার দায়িত্ব সরকারের। তবে করপোরেট ব্যবস্থাপনার উন্নতি করতে হবে। ব্যাংকের মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সেটাই।

স্বাগত বক্তব্যে ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আতাউর রহমান প্রধান বলেন, 'রূপালী ব্যাংক একসময় বিক্রির সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এ কারণে ব্যাংকটি দক্ষ কর্মী, ভালো আমানত পায়নি। নতুন ব্যাংকগুলোর মূলধন ৪০০ কোটি, বেসিক ব্যাংকের ৪ হাজার। অথচ আমাদের মূলধন মাত্র ৩৭৬ কোটি টাকা। এত কম মূলধনের কথা শুনলে মানুষ হাসে, বলতেও লজ্জা লাগে। এ কারণে আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও পিছিয়ে পড়ছি।' সরকারের কাছে মূলধন পেলে আর কোনো দিন কোনো দাবি থাকবে না বলে জানান তিনি।

জানা যায়, ২০১৮ সাল শেষে রূপালী ব্যাংকের আমানত বেড়ে হয়েছে ৩৮ হাজার ৯৫৫ কোটি টাকা, ঋণ ও বিনিয়োগ ২৪ হাজার ৭৪৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমে হয়েছে ৪ হাজার ১৪০ কোটি টাকা বা ঋণের ১৮ শতাংশ। ২০১৮ সালে পরিচালন মুনাফা বেড়ে হয়েছে ৫৬৮ কোটি টাকা ও লোকসানি শাখা কমে দাঁড়িয়েছে ৮টি।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক আমাদের সময়
পৃষ্ঠা নং ঃ

তারিখ ঃ 07 FEB 2019

আইন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক

ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে আদালতকে পাশে চান ব্যাংকের এমডিরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

মৌলিক অধিকারের দোহাই দিয়ে জনগণের অর্থ আত্মসাৎ করছেন ঋণখেলাপিরা। এ জন্য তারা আদালতেও ধরনা দিচ্ছেন। এ অর্থের মালিক জনগণ। তা আদায় করা জনগণের অধিকার। ঋণখেলাপিরা যেন অধিকারের নামে সুযোগ নিতে না পারে, এ জন্য বিচারকদের পাশে চেয়েছেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকরা (এমডি)।

বাংলাদেশ ব্যাংকে গতকাল বুধবার অনুষ্ঠিত আইন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে ব্যাংকের এমডিরা এসব দাবি জানান। বৈঠকে বাংলাদেশ আইন কমিশনের চেয়ারম্যান সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকসহ কমিশনের সব সদস্য, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টারের (বিয়াক) প্রধান নির্বাহী ও বাংলাদেশ ব্যাংকের

■ এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৫

ঋণখেলাপিদের

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) সাবেক ডেপুটি গভর্নর মোহাম্মদ এ রুমী আলী ও তফসিলি ব্যাংকগুলোর এমডিরা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবিরের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠানটির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। সাড়ে তিন ঘণ্টা চলে উচ্চপর্যায়ের এ বৈঠক।

এমডিরা জানান, আদালতে যাওয়ার অধিকার সবার আছে। অন্যের অধিকার যেন খর্ব না হয়, সেই বিষয়টি বিবেচনার জন্য বলা হয়েছে। রিটের মাধ্যমে খেলাপিরা যেন বছরের পর বছর ঋণের অর্থ আটকে রেখে সুবিধাগ্রহণ না করতে পারে, এ জন্য আদালতের সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

তারিখ ঃ 07 FEB 2013

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক যুগান্তর
পৃষ্ঠা নং ঃ

খেলাপি ঋণ আদায়

কঠোর আইন প্রণয়নের পরামর্শ এমডিদের

যুগান্তর রিপোর্ট

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের কাছ থেকে টাকা আদায়ে প্রচলিত আইন সংশোধন করে কঠোর আইন প্রণয়নের পরামর্শ দিয়েছেন বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের এমডিরা। তাদের মতে, প্রয়োজনে এ ধরনের ঋণখেলাপিদের সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে।

প্রয়োজনে সামাজিক ভাবে বর্জন

বুধবার বিকালে খেলাপি ঋণ কমাতে একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ ব্যাংক। বৈঠকে ব্যাংকের এমডিরা এ পরামর্শ দেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবিরের সভাপতিত্বে সভায় বাংলাদেশ

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ২

কঠোর আইন প্রণয়নের পরামর্শ এমডিদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর মোহাম্মদ রুমী আলী, সরকারি-বেসরকারি সব ব্যাংকের এমডিরা উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিষ্টরা বলেন, ব্যাংকের এমডিদের এ পরামর্শের সঙ্গে একমত আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংক। আইনজ্ঞরাও বলেন, দেশে খেলাপি ঋণ কমাতে চাইলে শক্ত পদক্ষেপ দরকার। তবে সবই নির্ভর করবে সরকারের মনোভাব ও সিদ্ধান্তের ওপর। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছাড়া কঠোরভাবে কোনো পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হবে না।

টাকা ফেরত দেয়ার মানসিকতা তৈরি করতে হবে : এবিবি

বৈঠক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. সিরাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, খেলাপি ঋণ নিয়ে সভাটি হয়েছে। এখানে খেলাপি ঋণ কীভাবে কমানো যায় সেটি উঠে এসেছে। আলোচনা শুরু হল। আলোচনা চলবে। তিনি বলেন, খেলাপি ঋণ কমাতে বিদ্যমান আইনগুলোর সংস্কার ও যুগোপযোগী করার দরকার পড়লে সেটি করা হবে। আমরা নিজেরাও পর্যবেক্ষণ করছি এবং ব্যাংকাররা জানিয়েছেন, ব্যাংক কোম্পানি আইন, অর্থঋণ আদালত আইন ও দেউলিয়া আইনের কিছু বিষয় সংস্কার দরকার। কারণ অনেকে ব্যাংকের দায় পরিশোধ না করে আদালতে চলে যাচ্ছেন। সেখান থেকে স্থগিতাদেশ নিয়ে আসছেন।

সিরাজুল ইসলাম বলেন, কোনো পক্ষ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেটি বিবেচনায় রাখা হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা যাতে হয়রানি না হন সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে। তবে ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের ধরা হবে। ইচ্ছাকৃত খেলাপি কীভাবে শনাক্ত করা হবে, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ না করে যারা বিলাসী জীবনযাপন করছেন, তারাই ইচ্ছাকৃত খেলাপি। ব্যবসা করলে ভালো তবে ঋণ পরিশোধ না করলে তারা ইচ্ছাকৃত খেলাপি। ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) চেয়ারম্যান ও ঢাকা ব্যাংকের এমডি সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, বৈঠকের উদ্দেশ্য একটাই— খেলাপি ঋণ। এটি সরকার কমাতে চাচ্ছে। আমরাও তাই চাই। কোনো উপায় নেই। এ জন্য পরামর্শ সভা হল। এরপর আরও সভা হবে। আমরা পরামর্শ তুলে ধরেছি। আইনি সীমাবদ্ধতার কথা জানিয়েছি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আইন কমিশন, আইন মন্ত্রণালয়, বিচারপতি ও অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় সবাই মিলে এক সঙ্গে কাজ করা হবে। আরও বৈঠক হবে। তিনি বলেন, টাকা নিলে ফেরত দিতে হবে— এ মানসিকতা তৈরি করতে হবে। ঋণখেলাপিদের সামাজিকভাবে কীভাবে ঠেকানো যায় সেগুলো নিয়ে আলাপ হয়েছে। তবে বিস্তারিত এখনই বলা যাচ্ছে না। আমরা আশাবাদী, নিশ্চয়ই একটা পথ বের করা যাবে। এর আগে কখনও শুরু হয়নি। এখন শুরু হয়েছে। এটাই অনেক।

সভায় যোগ দেয়া সূত্রগুলো জানায়, সভায় এমডিরা খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির বাস্তব দিকগুলো তুলে ধরেন। কেন ঋণ আদায় করা যাচ্ছে না সেটিও তারা জানান। এ জন্য তারা বলেন, খেলাপি ঋণ আদায় করতে হলে সামাজিক চাপ তৈরি করতে হবে। পৃথিবীর অনেক দেশে এমন চর্চা রয়েছে। ঋণখেলাপিরা ব্যাংকের দায় পরিশোধ করবেন না, কিন্তু বিলাসী জীবনযাপন করবেন, সেটি যাতে না হয়। তাদের পাসপোর্ট নবায়ন আটকে দেয়া যেতে পারে। দেশের বাইরে যাতে যেতে না পারেন। এমনকি দেশের ভেতরে প্লেন টিকিট যাতে কিনতে না পারেন।

বৈঠকে আলোচনা হয়, ঋণখেলাপিদের সন্তানদের ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ আটকে দেয়া যেতে পারে। এ ছাড়া এসব ব্যক্তি যাতে গাড়ি কিনতে না পারেন, বাড়ি কিনতে না পারেন, সেটি কীভাবে করা যায়, ভাবার সময় এসেছে। প্রসঙ্গত, ব্যাংকিং খাতে বর্তমানে মোট খেলাপি ঋণ ৯৯ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা। তিন মাসের ব্যবধানে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ১০ হাজার কোটি টাকা। আর এক বছরের ব্যবধানে বেড়েছে ২০ হাজার কোটি টাকা। অবলোপনকৃত ঋণ যোগ করলে এর পরিমাণ দাঁড়াবে ১ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকা।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক প্রথম আলো
পৃষ্ঠা নং ঃ
তারিখ ঃ 07 FEB 2013

ঋণখেলাপিরা পেল আরও সুবিধা

অবলোপনের শর্ত শিথিল

বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন নীতিমালার কারণে কাগজে-কলমে ব্যাংক খেলাপি ঋণ কম দেখাতে পারবে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ঋণখেলাপিদের আরও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হলো। শিথিল করা হলো ঋণ অবলোপনের নীতিমালা। এতে ঋণখেলাপিরা যেমন লাভবান হবেন, তেমনি সুবিধা পাবে ব্যাংকগুলো। এতে কাগজে-কলমে কমবে খেলাপি ঋণ।

নতুন নীতিমালা অনুযায়ী, ব্যাংকগুলো এখন থেকে চাইলে তিন বছরের মন্দমানের খেলাপি ঋণকে আর্থিক হিসাব থেকে বাদ দিতে পারবে। আর এতেই কাগজে-কলমে খেলাপি ঋণ কম দেখাতে পারবে ব্যাংকগুলো। একই সঙ্গে দুই লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ অবলোপনের ক্ষেত্রে মামলাও করতে হবে না। এ ছাড়া এসব ঋণের পুরোটার ওপর নিরাপত্তা সঞ্চিতিও না রাখার সুযোগ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

এমন নতুন নতুন সুযোগ দিয়ে গতকাল ঋণ অবলোপন-সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

ঋণখেলাপিরা পেল আরও সুবিধা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এতে বলা হয়েছে, দেশের ব্যাংকিং খাতের বর্তমান অবস্থা, আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা, আইনি কাঠামো যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোকে এ নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। আগে কোনো ঋণ মন্দমানে শ্রেণীকৃত হওয়ার পাঁচ বছর পূর্ণ না হলে তা অবলোপন করা যেত না। আর মামলা না করে অবলোপন করা যেত সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকার ঋণ।

দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ কমানো নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই কথা বলছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। তিনি ঘোষণাও দিয়েছেন যে দেশে খেলাপি ঋণ আর বাড়বে না। এমন ঘোষণার পরই কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে এ সিদ্ধান্ত এল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সালেহউদ্দিন আহমেদ এ নিয়ে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'মামলা ছাড়াই যেসব ঋণ অবলোপন হবে, তা যেন মওকুফ না হয়ে যায়। কারণ, মামলা না থাকলে এসব ঋণের ব্যাপারে কেউ খোঁজ রাখবে না। এভাবে সুযোগ দিতে থাকলে ঋণখেলাপিরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে। তারা আরও নতুন দাবি জানাবে। বাংলাদেশ ব্যাংককে শক্ত হাতে ব্যাংক খাত তদারক করতে হবে। এ জন্য আগে প্রয়োজন সরকারের সদিচ্ছা।'

অবলোপন করা যত ঋণ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালার আলোকে ২০০৩ সাল থেকে ব্যাংকগুলো ঋণ অবলোপন করে আসছে। মন্দ বা ক্ষতিকর মানের খেলাপি ঋণকে স্থিতিপত্র (ব্যালান্সশিট) থেকে বাদ দেওয়াকে ঋণ অবলোপন বলে। মূলত তখনো ঋণখেলাপি মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার কারণে ব্যাংকের স্থিতিপত্র ঠিক রাখতে অবলোপনের নীতিমালা জারি হয়েছিল।

২০০৩ সালে নীতিমালা হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ব্যাংকগুলো ৪৯ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকার ঋণ অবলোপন করেছে। আর অবলোপন ঋণ থেকে ১১ হাজার ৮৭৯ কোটি টাকা আদায় হওয়ায় এখন অবলোপন ঋণের স্থিতি ৩৭ হাজার ৮৬৬ কোটি টাকা। এ হিসাব গত বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এ সময়ে আলোচিত হল-মার্ক, বিসমিল্লাহ, নুরজাহান গ্রুপসহ অনিয়মের ঘটনার সঙ্গে জড়িত অনেক গ্রুপের ঋণ অবলোপন করা হয়েছে।

আর গত সেপ্টেম্বর শেষে ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ বেড়ে হয়েছে ৯৯ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা। অর্থাৎ অবলোপনসহ খেলাপি ঋণ দাঁড়ায় ১ লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, সোনালী ব্যাংক এযাবৎ অবলোপন করেছে ৮ হাজার ৪২৯ কোটি টাকা, অগ্রণী ব্যাংক ৫ হাজার ৪০০ কোটি টাকা, জনতা ব্যাংক ৪ হাজার ৯৮৫ কোটি টাকা, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ২ হাজার ৮১৫ কোটি টাকা। বেসরকারি ব্যাংকের মধ্যে ন্যাশনাল ব্যাংক অবলোপন করেছে ২ হাজার ১৫৪ কোটি, দি সিটি ব্যাংক ১ হাজার ৯০৩ কোটি এবং আইএফআইসি ১ হাজার ৮১৪ কোটি টাকা।

নতুন নীতিমালায় অবশ্য বর্তমান ব্যাংকাররা খুশি। অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের চেয়ারম্যান সৈয়দ মাহবুবুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, নতুন এ নীতিমালার ফলে ব্যাংকগুলো চাইলে তিন বছরের মধ্যেই ঋণ অবলোপন করতে পারবে। তবে এ জন্য ব্যাংককে আয় থেকে সমপরিমাণ টাকা সঞ্চিতি রাখতে হবে। এটা অনেক ব্যাংকের জন্য চাপ হবে, আবার অনেকে সুবিধাও পাবে। নিশ্চয়ই নতুন এ সুবিধার ফলে খেলাপি ঋণ কিছুটা কমে আসবে।

নীতিমালায় আরও যা আছে

গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংকের জারি করা নীতিমালায় বলা হয়েছে, যেসব ঋণ তিন বছর ধরে আদায় বন্ধ রয়েছে এবং নিকট ভবিষ্যতে আদায়ের সম্ভাবনা নেই, তা অবলোপন করা যাবে। তার আগে বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রয়ের চেষ্টা করতে হবে। গ্রাহকের ঋণের নিশ্চয়তা প্রদানকারীর কাছ থেকে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অবলোপনের আগে সংশ্লিষ্ট ঋণ থেকে স্থগিত সুদ বাদ দেওয়ার পর যে স্থিতি দাঁড়াবে, তার সমপরিমাণ সঞ্চিতি রাখতে হবে। আগে পুরো দায়ের বিপরীতে সঞ্চিতি রাখতে হতো।

অর্থাৎ গ্রাহকের ঋণ স্থিতি ১০০ টাকা হলে এবং আগে সুদ বাবদ ১০ টাকা পরিশোধ করলে ৯০ টাকা সঞ্চিতি রাখলেই চলবে। এ ক্ষেত্রে সুদ আয়ের ১০ টাকা স্থগিত হিসাবে থাকতে হবে।

এতে বলা হয়েছে, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন ছাড়া কোনো ঋণ অবলোপন করা যাবে না। অবলোপনের পরও ব্যাংকের দাবি বহাল থাকবে। আর ঋণের দায় সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আগের মতোই তিনি খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হবেন। অবলোপন করা ঋণ পুনঃ তফসিল বা পুনর্গঠন করা যাবে না। তবে পুরো দায় শোধ করে দেওয়ার শর্তে গ্রাহক ঋণ পরিশোধের নতুন পরিশোধ সূচি পাবেন। অবলোপন ঋণ আদায়ের জন্য প্রত্যেক ব্যাংকে বিশেষ ইউনিট গঠন করতে হবে। আর পরিচালনা পর্ষদের কারও ঋণ অবলোপন করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন নিতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সালেহউদ্দিন আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, নথিপত্রে খেলাপি ঋণ কমাতেই সময় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে তো মূল সমস্যার সমাধান হবে না। ঋণ খেলাপি হলো কেন, এটা বের করাই আসল সমস্যা। কেননা, ব্যাংকগুলো যাচাই-বাছাই ছাড়াই ঋণ দিচ্ছে। অনেক সময় চাপের কারণেও ঋণ যাচ্ছে। ব্যাংকগুলোতে সুশাসন নেই। এসবের সমাধান করতে হবে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন
পৃষ্ঠা নং ঃ
তারিখ ঃ 07 FEB 2019

ঋণ বাড়ছে ভুয়া দলিলে

মর্টগেজকৃত জমিজমা, ভবনে ব্যাংকের দায়বদ্ধতার সাইনবোর্ড বাধ্যতামূলক হলেও কেউ মানে না তা

নিজস্ব প্রতিবেদক

ভুল দলিল আর কাগজপত্র মর্টগেজ রেখে ঋণ দিয়ে বিপাকে পড়েছে বেশির ভাগ ব্যাংক। এসব ঋণের বিপরীতে দেওয়া মর্টগেজের কাগজপত্র ভুয়া প্রমাণিত হচ্ছে। ফলে ঋণ দেওয়ার পর সম্পত্তি, ভবন বা জমিজমার সামনে ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ এমন সাইনবোর্ড সাঁটানোর সময় প্রকৃত মালিক কিংবা মালিকানার দ্বন্দ্বের কাছে হেরে যাচ্ছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। ফলে ওইসব ঋণ পরবর্তীতে অনাদায়ী থাকছে দিনের পর দিন। ব্যাংকের কাছে জমা দেওয়া নাম-ঠিকানা অনুযায়ী ঋণগ্রহীতার অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছে না এমন ঘটনাও ঘটছে ব্যাংকিং খাতে। এ নিয়ে ব্যাংকার ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে বাড়ছে অবিশ্বাস। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ব্যাংকের কাছে মর্টগেজকৃত জমিজমা, ভবন বা সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধতা রয়েছে এমন সাইনবোর্ড দেওয়া বাধ্যতামূলক হলেও সঠিকভাবে পরিপালন করছে ব্যাংকগুলো। ফলে এ বিষয়ে জালিয়াতির মাত্রা দিন দিন বাড়ছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশ প্রতিদিনকে এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

ঋণ বাড়ছে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] বলেন, যে কোনো ধরনের ঋণ দেওয়ার আগে প্রস্তাবগুলো অধিক যাচাই-বাছাই করা জরুরি। এ ছাড়া এ ধরনের জালিয়াতির সঙ্গে একশ্রেণির ব্যাংক ও ব্যাংক মালিকদেরই সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে যে অভিযোগ রয়েছে, সে বিষয়েও খতিয়ে দেখা দরকার। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ঋণ তদারকি বিভাগের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকিও আরও বাড়াতে হবে বলে তিনি মনে করেন।

ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংককে স্বাধীনভাবে কাজ করতে না দেওয়ার কারণে এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। এ ছাড়া রাজনৈতিক ছত্রছায়ায়ও এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। তবে সবার আগে বাংলাদেশ ব্যাংককে কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। অন্যথায় এ ধরনের ঘটনা ঘটতেই থাকবে। তিনি বলেন, হলমার্ক কেলেঙ্কারির ঘটনায় ব্যাংকগুলো একটু নড়েচড়ে বসেছে। এ ক্ষেত্রে সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, গত চার দশকে এভাবে ব্যাংকিং খাত থেকে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা লোপাট করা হয়েছে। এর মধ্যে সিংহভাগই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের টাকা। এ ছাড়া প্রায় সব বেসরকারি ব্যাংকেও এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। এসব ঘটনা জানাজানি হওয়ায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ও শিল্পোদ্যোক্তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে অবিশ্বাস। লেনদেনের সম্পর্কে ধরছে ফাটল। ফলে বিপাকে পড়েছেন প্রকৃত উদ্যোক্তারা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব ঘটনার জের ধরে প্রকৃত ঋণগ্রহীতা বা উদ্যোক্তাদের প্রতারক সন্দেহের তালিকায়ও রাখছে ব্যাংকগুলো। এ ধরনের ঘটনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের দুর্বল মনিটরিংকেই দায়ী করেছেন বিশেষজ্ঞ ও ব্যবসায়ীরা। তারা বলেছেন, এ ধরনের প্রতারণা ঠেকাতে না পারলে শিগগিরই ব্যাংকিং খাতে বিপর্যয় নেমে আসবে। সূত্র জানায়, এই প্রতারক চক্র কখনো কখনো ব্যাংক কর্মকর্তাদের যোগসাজশে ভুয়া কাগজপত্র দাখিল করে ব্যাংক ঋণ নিয়ে যায়। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের নির্দেশেও ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটছে। এ ক্ষেত্রে বন্ধকি সম্পত্তি অতিমূল্যায়িত করে, ভুয়া এলসি খুলে কিংবা জাল সঞ্চয়পত্র ও এফডিআর বন্ধক রাখার মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে দেশের ব্যাংকিং খাতে বিপুল পরিমাণ ঋণখেলাপি সৃষ্টি হয়েছে। ভুয়া দলিল, ভুয়া নাম-ঠিকানা ব্যবহার করে কোটি কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার পর তা পরিশোধ করছে না গ্রাহক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাংককে দেওয়া কাগজপত্রের ঠিকানা অনুযায়ী গ্রাহকের খোঁজ পায় না ব্যাংক। খোঁজ পেলেও আইনি জটিলতায় কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছে না। কারও কারও বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালতে মামলা করলেও তা ঝুলে থাকছে বছরের পর বছর। কিন্তু এর কোনো সমাধান হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো বাধ্য হয়ে পাঁচ বছর পর ওইসব ঋণ মন্দ ঋণে পরিণত করছে। ফলে বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণ ব্যাংকের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এতে ব্যাংকগুলোর আর্থিক ভিত দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে।

জানা গেছে, ২০০৩ সালে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ অবলোপনের নিয়ম চালু হওয়ার সময় ব্যাংকগুলোতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ২৫ হাজার ৪৪৫ কোটি টাকা। ওই সময়ে ব্যাংকিং খাতে মোট বকেয়া ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ৭৯ হাজার কোটি টাকা। আর বর্তমানে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ এক লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। সেই সঙ্গে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা। সূত্র জানায়, ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাটের ঘটনার ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানতে পারার পর সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়ার ভয়ে সংশি-ষ্ট ব্যাংকগুলো তা প্রকাশ করে না। পরে বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরে এলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে বলা হলেও তা অস্বীকার করে বলে জানা গেছে। তবে সম্প্রতি এ ধরনের ঘটনায় কয়েকটি ব্যাংককের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার দায়িত্বে অবহেলার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সতর্কও করা হয়েছে। পাশপাশি যে কোনো ধরনের ঋণ দেওয়ার আগে মর্টগেজের কাগজপত্র অধিক যাচাই-বাছাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে কেওআইসি ছাড়া (তোমার গ্রাহককে জানো) ব্যাংক ঋণ দিতে নিরুৎসাহিতও করা হচ্ছে। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনে করে, ব্যাংকগুলো সব ধরনের নিয়মকানুন মেনে চললে এবং কেওআইসি অনুসরণ করলে এ ধরনের ঘটনা এড়ানো সম্ভব। এ জন্য ব্যাংকারদের স্বচ্ছতা, সচেতনতা ও জবাবদিহি বাড়াতে হবে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহীম খালেদ বলেন, ঋণ পদ্ধতিতে মারাত্মক ত্রুটি আছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতেই জালিয়াতির ঘটনা বেশি ঘটে। রাজনৈতিকভাবে পরিচালনা পর্ষদ নিয়োগ ঋণ জালিয়াতির একটি বড় কারণ। ব্যাংকিং ব্যবস্থা ব্যাংকারদের হাতে দিতে হবে। একই সঙ্গে পদোন্নতির ক্ষেত্রে দক্ষ ও সৎ কর্মকর্তাদের প্রাধান্য দিতে হবে। যে কোনো ধরনের ঋণপ্রস্তাব অধিক যাচাই-বাছাই করতে হবে। এসব জালিয়াতির ঘটনা এড়াতে ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই বলে তিনি মনে করেন।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ
পৃষ্ঠা নং ঃ

শিল্পঋণের সুদহারে শুভংকরের ফাঁকি

হামিদ বিশ্বাস

বেসরকারি ব্যাংকগুলো শিল্পঋণে সুদের হার এখনও সিঙ্গেল ডিজিটে নামায়নি। জানুয়ারিতে ১১টি ব্যাংক ৯ শতাংশ সুদে শিল্পঋণ দেয়ার দাবি করলেও ব্যবসায়ীরা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা বলছেন, বাস্তবে সাড়ে ১১ থেকে ১৩ শতাংশ সুদ আদায় করা হচ্ছে। তাদের মতে, শুধু ১১টি নয়, বেসরকারি খাতের কোনো ব্যাংকই ৯ শতাংশ সুদে শিল্পঋণ দিচ্ছে না। সুদের হিসাবে শুভংকরের ফাঁকি রয়েছে বলে তারা মনে করেন। বিকেএমইএ নেতা মোহাম্মদ হাতেম যুগান্তরকে বলেন, ৯ শতাংশ সুদে কেউ শিল্পঋণ পাচ্ছে না। প্রিমিয়ার ব্যাংক আমার কাছ থেকে শিল্পঋণে সুদ কাটছে সাড়ে ১১ থেকে সাড়ে ১৩ শতাংশ পর্যন্ত। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনেই উল্লেখ করা হয়েছে, গত জানুয়ারিতে প্রিমিয়ার ব্যাংক ৯ থেকে ১২ শতাংশ সুদে শিল্পঋণ বিতরণ করেছে।

এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের জানুয়ারির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ১১টি বেসরকারি ব্যাংক ৯ শতাংশ সুদে শিল্পঋণ দিচ্ছে। ব্যাংকগুলো হল— ইসলামী ব্যাংক, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক, এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক ও স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক। ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করছেন, ব্যাংকগুলো প্রকৃত সুদহার গোপন রেখে বাংলাদেশ ব্যাংকে তথ্য পাঠাচ্ছে। ফলে এসব ব্যাংক যে হারে সুদ নিচ্ছে, তার প্রকৃত চিত্র প্রকাশ হচ্ছে না। অথচ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একই মাসের (জানুয়ারি) প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২৯টি ব্যাংক ঘোষিত সিঙ্গেল ডিজিটের চেয়ে বেশি সুদে ঋণ দিয়েছে। এর মধ্যে ১৫টি ব্যাংক শিল্পঋণে ৯ থেকে ১২ শতাংশ সুদ নিয়েছে। এছাড়া বাকি ব্যাংকগুলো নিয়েছে ৯ থেকে সর্বোচ্চ সাড়ে ১৬ শতাংশ পর্যন্ত সুদ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনেই দেখা যাচ্ছে শিল্পঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার এখন সিঙ্গেল ডিজিটে নামায়নি সব বেসরকারি ব্যাংক। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. সিরাজুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, সুদহারের বিষয়ে একবার তদন্ত করেছি। প্রয়োজনে আরও একবার তদন্ত করব। হয় তো ব্যাংক তার পছন্দের গ্রাহককে ৯ শতাংশে ঋণ দিচ্ছে। তবুও তথ্যগুলো যাচাই করে দেখব।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে ৯ শতাংশ সুদে শিল্পঋণ দেয়ার দাবি ১১ ব্যাংকের

সিঙ্গেল ডিজিট সুদে কেউই ঋণ পায়নি, আমিও পাইনি —বিজিএমইএ সভাপতি

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংককে কঠোর হতে হবে : বিশ্লেষকদের অভিমত

শিল্প উদ্যোক্তা এবং ব্যাংক বিশ্লেষকদের মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনোভাবেই বলতে পারে না যে পছন্দের গ্রাহককে ৯ শতাংশ সুদে ঋণ দিচ্ছে। শিল্পঋণে সিঙ্গেল ডিজিট সুদ সবার জন্য তাদেরই নিশ্চিত করতে হবে। কাউকে ৯ শতাংশ সুদে ঋণ দেবে, কাউকে ১২-১৩ শতাংশ হারে দেবে, তা হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী নিজেই শিল্পঋণের সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশ বাস্তবায়নে ব্যাংকগুলো অঙ্গীকারও করেছে। এ অঙ্গীকার করে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিভিন্ন ধরনের সুবিধা নিয়েছে। কিন্তু এরপর তারা বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির স্বার্থে সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে নামায়নি। এর মাধ্যমে তারা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ উপেক্ষা করেছেন। তারা মনে করেন, যারা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে অন্তরায়, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া উচিত। অন্যথায় বেসরকারি বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হবে, শিল্পায়নে গতি আসবে না। বাধাগ্রস্ত হবে নতুন কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি মো. সিদ্দিকুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, শিল্প খাতে ৯ শতাংশ সুদে কেউ ঋণ পেয়েছেন, এটি আমার জানা নেই। আমি নিজেও পাইনি। তাহলে কি বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হবে? এমন ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

শিল্পঋণের সুদহারে শুভংকরের ফাঁকি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বিনিয়োগই নেই; বাধাগ্রস্ত হবে কোত্থেকে? তিনি আক্ষেপ করে বলেন, এসব কথা কে শুনবে, শোনার কে আছে?

একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এমডি বলেন, আসলে উচ্চসুদে বিনিয়োগ দেশে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া গ্যাস-বিদ্যুতের অপ্রতুলতা তো আছেই। একজন উদ্যোক্তা শিল্প কারখানা চালু করতে ব্যাংক থেকে বড় অংকের ঋণ নেন। পর্যাপ্ত গ্যাস-বিদ্যুৎ না থাকায় কারখানাটি সময়মতো উৎপাদনে যেতে পারে না। কিন্তু ব্যাংক বসে থাকে না। ঋণের বিপরীতে সুদ কাটা শুরু করে। আর তা যদি হয় উচ্চসুদ তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। শিল্প মালিক উৎপাদনে যাওয়ার আগেই বড় অংকের সুদের চাপে পড়ে যান। এরপর উৎপাদনে গিয়ে কয়েক বছরেও লাভের মুখ দেখেন না। একদিকে বছরের পর বছর লোকসান, অন্যদিকে বেড়েই চলে উচ্চসুদ। এভাবে অনেক ভালো উদ্যোক্তা, যারা ব্যাংকের টাকা মেরে খাওয়ার অভ্যাস বা রেকর্ড কোনোটাই নেই— তারাও শিল্পঋণে খেলাপি হচ্ছেন। ওই ব্যাংকের এমডি বলেন, এসব ঘটনার ভেতরে কেউ যে খারাপ নেই তা বলব না, খারাপও আছে। খারাপ গ্রাহকের জন্য প্রয়োজনে উচ্চসুদ আরোপ করা হোক। তার মতে, সব গ্রাহক বা শিল্পোদ্যোক্তাকে এক পাল্লায় মাপা ঠিক নয়। যারা ভালো তাদের সিঙ্গেল ডিজিট সুদে ঋণ দিয়ে পুরস্কৃত করা যেতে পারে। আর যারা দাগি অপরাধী, দীর্ঘদিন থেকে এক টাকাও পরিশোধ করে না, টাকা পরিশোধের অভ্যাসই নেই, শুধু বিপদে পড়লে কিছু টাকা পরিশোধ দেখিয়ে পুরো টাকাই নিয়মিত করে নেয়— তাদের জন্য উচ্চসুদের তিরস্কার বহাল রাখা উচিত। তা না হলে দেশীয় শিল্প কোনো দিন ঘুরে দাঁড়াবে না।

দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) সাবেক সভাপতি মীর নাসির হোসেন যুগান্তরকে বলেন, উচ্চ সুদের কারণে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বেশিরভাগ বেসরকারি ব্যাংক ৯ শতাংশ সুদে ঋণ পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য এখানে দ্বিমুখী নীতির কারণে এমনটি হচ্ছে বলে মনে করেন তিনি। তার মতে, সঞ্চয়পত্রে ১২ শতাংশ সুদ পেলে কেউ ব্যাংকে ৬ শতাংশে এফডিআর করতে যাবে না। এছাড়া সরকারি আমানতও ৬ শতাংশে পাওয়া যাচ্ছে না। এসব কারণে বেসরকারি ব্যাংকে নগদ অর্থ সংকট। এতে ঋণের সুদও কমছে না।

এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সহসভাপতি হেলাল উদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, আমার জানা মতে ৯ শতাংশ সুদে কোনো ব্যাংক শিল্পঋণ দিচ্ছে না। আমার কাছ থেকেও ১২ শতাংশ সুদ নিচ্ছে একটি বেসরকারি ব্যাংক।

গত বছরের বাজেট ঘোষণার আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে ঋণের সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতির সাবেক সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ। পরে তিনি সুদহার কমানোর বিষয়ে উদ্যোগ নেন। এ লক্ষ্যে ২০ জুন এক বৈঠক থেকে ঋণের সুদহার সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনার ঘোষণা দেয় বেসরকারি ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকস (বিএবি)। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ১ জুলাই থেকে ঋণের সুদ হবে সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ এবং ৬ মাস মেয়াদি আমানতের সুদ হবে সর্বোচ্চ ছয় শতাংশ। একই ঘোষণা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোও দিয়েছে। এটি পুরোপুরি কার্যকর না হওয়ায় গত বছরের ২ আগস্ট আবার তৎকালীন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বৈঠক ডাকেন। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষের ওই বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, অর্থসচিব, সব ব্যাংকের চেয়ারম্যান এবং এমডির উপস্থিতিতে সাবেক অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, 'আজ প্রধানমন্ত্রী আমানতের সুদহার ৬ শতাংশ এবং ঋণের সুদহার ৯ শতাংশ কার্যকরের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এটা ৯ আগস্ট থেকে সব ব্যাংকে কার্যকর করতে হবে।' খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী সরকারি ব্যাংকগুলো সুদহার কমালেও বেসরকারি অনেক ব্যাংক তা কমায়নি।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

দৈনিক নয়া দিগন্ত

তারিখ ঃ 07 FEB 2019

পত্রিকার নাম ঃ
পৃষ্ঠা নং ঃ

বেসিক ব্যাংকের খেলাপি ঋণ সাড়ে ৮ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে

অবলোপনকৃত ঋণ আদায় হতাশাব্যঞ্জক

● সৈয়দ সামসুজ্জামান নীপু

সরকারি মালিকানাধীন বেসিক ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, গত ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ব্যাংকের খেলাপি ঋণের মোট স্থিতি ছিল আট হাজার ৬১৮ কোটি ২৪ লাখ টাকা। তবে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে কিছুটা সফলতার মুখ দেখছে ব্যাংকের বর্তমান ম্যানেজমেন্ট। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাথে করা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক (জুলাই ১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮) মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরে এই ব্যাংকের জন্য খেলাপি ঋণ আদায়ের টার্গেট দেয়া হয়েছে ১৪০ কোটি টাকা। ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসে ৭০ কোটি টাকার স্থলে আদায় হয়েছে ৭৭ কোটি ৮৯ লাখ টাকা। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে খেলাপি ঋণ আদায়ের পরিমাণ এখন পর্যন্ত বেশি রয়েছে। চুক্তিতে পুরো অর্থবছরে খেলাপি ঋণ সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা থেকে সাত হাজার ৪০০ কোটি টাকায় নামিয়ে আনার টার্গেট দেয়া হয়েছে।

খেলাপি ঋণ আদায়ের পরিমাণ বাড়লেও অবলোপনকৃত ঋণ (খেলাপি ঋণ কমিয়ে দেখানোর জন্য যে ঋণকে মূল হিসাবে তালিকা থেকে সরিয়ে রাখা হয়) আদায়ের ক্ষেত্রে বেসিক ব্যাংক অনেক পিছিয়ে ■ *১৩ পৃ: ৪-এর কলামে*

বেসিক ব্যাংকের খেলাপি ঋণ

শেষ পৃষ্ঠার পর

রয়েছে। চলতি অর্থবছরের জন্য অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের টার্গেট ছিল ১০ কোটি টাকা। এ হিসাবে ছয় মাসে অবলোপনকৃত ঋণ আদায় করার কথা ছিল পাঁচ কোটি টাকা; কিন্তু আলোচ্য সময়ে বেসিক ব্যাংক এ খাত থেকে আদায় করতে সমর্থ হয়েছে মাত্র ২০ লাখ টাকা। একইভাবে আলোচ্য সময়ে কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ১৫০ কোটি টাকা। ছয় মাসে কৃষিঋণ বিতরণ হয়েছে ৮১ কোটি টাকা। এসএমই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে দুই হাজার ২০০ কোটি টাকা। ছয় মাসে বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে ৮৩৮ কোটি টাকা।

বেসিক ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, এই ব্যাংকের প্রদেয় মোট ঋণের প্রায় অর্ধেকটাই খেলাপিতে পরিণত হয়েছে। উচ্চ মাত্রার খেলাপি ঋণের কারণে বেসিক ব্যাংক বেশ কয়েক বছর ধরে প্রকট মূলধন ঘাটতিতে পড়েছে। বেসিক ব্যাংকের আর্থিক সঙ্কট কমানোর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে এর আগে তিন দফায় দুই হাজার ৩৯০ কোটি টাকা দেয়া হয়েছিল। প্রথমবার ২০১৪ সালে দুই দফায় যথাক্রমে ৭৯০ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় দফায় ৪০০ কোটি টাকা দেয়া হয়। পরে গত বছর দেয়া হয়েছিল আরো এক হাজার ২০০ কোটি টাকা। এ সম্পর্কিত অর্থ বিভাগ থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছিল, 'অর্থ বিভাগের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বাজেটে ব্যাংকের মূলধন পুনর্গঠনে বিনিয়োগ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে এক হাজার ২০০ কোটি টাকা বেসিক ব্যাংক লিমিটেডের অনুকূলে মূলধন পুনর্ভরণ খাতে প্রদান করা হলো।' এরপর ২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বেসিক ব্যাংকে আরো কয়েক হাজার কোটি টাকার মূলধন সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বেসিক ব্যাংক ২০০৯ সাল পর্যন্ত একটি লাভজনক ব্যাংক ছিল; কিন্তু যখন রাজনৈতিক বিবেচনায় ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে বেসিক ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদে শেখ আবদুল হাই বাচ্চুকে নিয়োগ দেয়া হয় তখন থেকেই ব্যাংকটির আর্থিক অনিয়মের সূত্রপাত। চেয়ারম্যান ও পরিচালনা পর্ষদের প্রত্যক্ষ মদদে বেসিক ব্যাংকে একে একে ঘটে যায় অনেকগুলো আর্থিক কেলেঙ্কারি। এই কেলেঙ্কারিতে আত্মসাৎ করা হয় প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা, যা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্ত প্রতিবেদনে এই চিত্র ফুটে উঠেছে। ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রধান কার্যালয়ের ঋণ যাচাই কমিটি বিরোধিতা করলেও বেসিক ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ সেই ঋণ অনুমোদন করেছে। ৪০টি দেশীয় তফসিলি ব্যাংকের কোনোটির ক্ষেত্রেই পর্ষদ কর্তৃক এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয় না। পর্ষদের ১১টি সভায় ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে তিন হাজার ৪৯৩ কোটি ৪৩ লাখ টাকা, যার বেশির ভাগ ঋণই গুরুতর অনিয়ম সংঘটনের মাধ্যমে করা হয়েছে। এই ঋণ পরিশোধ বা আদায় হওয়ার সম্ভাবনা কম বলেও মতামত দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক।

এরপর বেসিক ব্যাংক ও দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পক্ষ থেকে খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য একাধিক মামলা করা হয়েছে; কিন্তু কয়েকজন ব্যাংকার ছাড়া এই মামলায় কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। সংবাদপত্রিকায় অনেক সমালোচনার পর অবশেষে গত বছর কয়েক দফায় দুদকের পক্ষ থেকে ব্যাংকটির সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল হাই বাচ্চুকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে; কিন্তু তার নামে এখনো কোনো মামলা করা হয়নি।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

তারিখ ঃ 07 FEB 2019

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক ইত্তেফাক
পৃষ্ঠা নং ঃ

রেমিট্যান্সে সুবাতাস : জানুয়ারিতে নতুন রেকর্ড

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

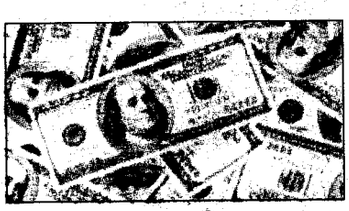

দেশের ইতিহাসে এক মাসে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছে গত জানুয়ারিতে। নতুন বছরের প্রথম মাসে প্রবাসীরা ১৫৯ কোটি ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। এর আগে এক মাসে সর্বোচ্চ ১৪৯ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল ২০১৪ সালের জুলাইয়ে। বাংলাদেশ ব্যাংকের রেমিট্যান্স-সংক্রান্ত হালনাগাদ প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত বছর জানুয়ারি মাসে রেমিট্যান্স ছিল ১৩৮ কোটি ডলার। এক বছরের ব্যবধানে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে ১৫ দশমিক ২১ শতাংশ। আর গত বছর ডিসেম্বরে রেমিট্যান্স আসে ১২০ কোটি ডলার। সে হিসাবে এক মাসের ব্যবধানে রেমিট্যান্স বেড়েছে ৩২ শতাংশ।

এছাড়া চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জুলাই-জানুয়ারি) ৯০৮ কোটি ১৩ লাখ ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরের একই সময় পাঠিয়েছিলেন ৮৩১ কোটি ২০ লাখ। এই হিসাবে সাত মাসে রেমিট্যান্স বেড়েছে ৯ দশমিক ২৫ শতাংশ।

গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রেকর্ড দেড় হাজার কোটি ডলার রেমিট্যান্স আসার পরের বছরেই এটি কমে যায়। এর পর ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রেমিট্যান্স আরও কমে এক হাজার ১৭৬ কোটি ডলারে নেমে আসে। এতে দুশ্চিন্তায় পড়ে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক। খরা কাটিয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষ করে ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি করে বাংলাদেশ।

জানা গেছে, প্রবাসী আয় বাড়াতে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও সরকার বেশকিছু উদ্যোগ নিয়েছে। এর সঙ্গে জনগণও বৈধপথে রেমিটেন্স পাঠাতে উৎসাহিত হচ্ছেন। এরই প্রভাব পড়েছে সার্বিক রেমিট্যান্সে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, জানুয়ারিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ছয় ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স এসেছে ৩৪ কোটি ৬৩ লাখ ডলার, বিশেষায়িত দুই কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে এক কোটি ৭৪ লাখ ডলার। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ১২১ কোটি ৫৮ লাখ ডলার এবং বিদেশি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে এক কোটি ১২ লাখ ডলার।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের জিডিপিতে ১২ শতাংশ অবদান রাখে প্রবাসীদের পাঠানো এই বৈদেশিক মুদ্রা।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক প্রথম আলো
পৃষ্ঠা নং ঃ
তারিখ ঃ 07 FEB 2019

রিজার্ভের অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা কম

ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদন

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে চুরি হওয়া অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা কম বলে *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এর এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, অভিযোগ আছে, উত্তর কোরিয়ার হ্যাকাররা বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার হ্যাক করেছে। কিন্তু ফেডারেল রিজার্ভ ও বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এই টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

এদিকে চুরি যাওয়া অর্থ ফিলিপাইন থেকে ফিরিয়ে আনতে গত বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কের আদালতে মামলা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই অর্থ উদ্ধারে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ বাংলাদেশ ব্যাংককে সহায়তা করছে।

২০১৬ সালে চুরি হওয়া অর্থের বড় অংশই গেছে ফিলিপাইনে। দেশটির রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশনের (আরসিবিসি) মাধ্যমে এই অর্থ দেশটির কয়েকটি ক্যাসিনোতে ঢুকে যায়। যার সিংহভাগ অর্থের হদিসই মিলছে না এখন। এ অবস্থায় অর্থ উদ্ধারে ফেডারেল রিজার্ভ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তা চুক্তি হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ হ্যাকিংয়ের এই ঘটনা বিশ্বে অন্যতম বৃহৎ ব্যাংক জালিয়াতির ঘটনা হিসেবে বহুল আলোচিত। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এক আইনজীবী *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এর প্রতিবেদক জোসেফ মার্কসকে বলেছেন, সাইবার অপরাধের ভুক্তভোগীদের জন্য অর্থ উদ্ধার করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওয়াশিংটন পোস্ট-এর প্রতিবেদনে সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিসের একটি প্রতিবেদনের কথা তুলে ধরে বলা হয়, সাইবার অপরাধের মাধ্যমে বছরে ৬০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হচ্ছে, যা ভুক্তভোগীদের জন্য বিপর্যয়কর। কিন্তু আন্তর্জাতিক হ্যাকিংয়ের ক্ষেত্রে চুরি যাওয়া অর্থ উদ্ধার করা খুব কঠিন বা অনেক সময় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অপরাধীদের কখনো কখনো চিহ্নিত করা গেলেও তারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নাগালের বাইরে থেকে যায়। ফলে সাইবার অপরাধের ভুক্তভোগীদের অন্যত্র ক্ষতিপূরণ খুঁজতে হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের এই হ্যাকিংয়ের ক্ষেত্রে যেখানে মার্কিন বিচার বিভাগ ও সাইবার নিরাপত্তা কোম্পানি জনসমক্ষে বলছে, উত্তর কোরিয়ার সরকার-সমর্থিত হ্যাকাররা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে, সেখানেও পরিস্থিতি তেমনটাই দাঁড়াচ্ছে।

মার্কিন সাইবার নিরাপত্তাবিষয়ক আইনজীবী মার্কাস ক্রিশ্চিয়ান *ওয়াশিংটন পোস্ট*কে বলেন, 'আপনি যদি প্রকৃত অর্থে হ্যাক হয়ে যাওয়া অর্থ উদ্ধার করতে চান, তাহলে আপনাকে প্রচুর অর্থের মালিক এমন একজন মানুষ খুঁজে বের করতে হবে। ওই মানুষ অর্থের পেছনে ছুটতে গিয়ে দেখবে, আরও অনেকে এই দোষে দোষী।' মার্কাস ক্রিশ্চিয়ান আরও বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক পিয়ংইয়ংয়ের কাছ থেকে ৮ কোটি ১০ লাখ ডলারের মতো ছোট অঙ্কের অর্থও সম্ভবত উদ্ধার করতে পারবে না। কারণ তাদের হাতে যেমন এই পরিমাণ অর্থ থাকে না, তেমনি তারা আন্তর্জাতিক আইনের আওতারও বাইরে; যাকে বলে বৈশ্বিক সমাজচ্যুত।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ অর্থ উদ্ধারে যে মামলা করেছে, তা কিছুটা ভিন্ন এ কারণে যে বাংলাদেশের অভিযোগ, এই হ্যাকিংয়ের ঘটনায় আরসিবিসির যোগসাজশ ছিল। এই মামলার ভাষ্যমতে, ফেডে আরসিবিসির যে হিসাব আছে, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ হ্যাকারদের সেই হিসাবে চুরির অর্থ স্থানান্তরে সহযোগিতা করেছে। এরপর সেই অর্থ ফিলিপাইনে নিয়ে আসার সময়ও সহায়তা করেছে আরসিবিসি।

পত্রিকার নাম : দৈনিক ইত্তেফাক

পৃষ্ঠা নং :

তারিখ : 07 [illegible] 2013

মৃত্যুবার্ষিকী

খায়রুল কবির

আজ সাংবাদিক ও ব্যাংকার খায়রুল কবিরের বাইশতম মৃত্যুবার্ষিকী। তিনি ১৯৯৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বার্ধক্যজনিত রোগে সিঙ্গাপুরে মারা যান। তিনি ছিলেন দৈনিক সংবাদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং জাতীয় প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম আজীবন সদস্য। ব্যাংকিং ক্ষেত্রে কবির ছিলেন ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেডের সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ার হোল্ডার ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। এছাড়া তিনি ইউনাইটেড ব্যাংক অফ পাকিস্তানের তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্বে নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট, পাকিস্তান শিল্প ব্যাংকের পরিচালক এবং জনতা ব্যাংকের প্রথম চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং আমেরিকান ব্যাংকার্স এসোসিয়েশনের ফেলো ছিলেন।

15 hours bank services at sea, land ports

AABusiness Desk

Bank services in Chattogram, Mongla and Benapole ports would be available from 7am to 10pm on the working days to ease the daily activities of the country's two sea and busiest land ports.

The decision was taken at a meeting with the government and private stakeholders of the three ports held at the shipping ministry auditorium with State Minister for Shipping Khalid Mahmud Chowdhury in the chair.

Meanwhile, the government has introduced 24X7 services in Chattogram, Mongla and Benapole ports to facilitate faster services both official procedures and load-unload of goods. Besides, the customs authority would also install sufficient scanner machines in these ports.

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম : The Financial Express
পৃষ্ঠা নং :
তারিখ :

All banks to face special audit soon

Basic purpose is to rid banks of bad loans: Kamal

FE Report

The government will carry out special audit in every bank of the country to bring the loan defaulters under increased scrutiny, said Finance Minister AHM Mustafa Kamal.

"Each and every bank of the country will come under this special auditing," he said.

The minister disclosed this while speaking at the annual conference of Rupali Bank in the capital on Wednesday.

"The main purpose of this auditing is to help the banks get rid of bad loans," he said.

"We need to identify who are the genuine borrowers and who are the wilful defaulters. We need to monitor how the bank loans are being used," he said.

"We will soon engage three auditing firms to conduct this special auditing," the finance minister added.

Mr Kamal underlined the need for bringing necessary legal reforms to address the issue of rising nonperforming loans.

"In Malaysia, wilful defaulters get blacklisted by all the government agencies. They are not even allowed to leave the country," the finance minister said.

"We have to bring similar legal reforms in our country to mitigate the swelling of bad loans," he said.

The finance minister also termed the loan default a 'crime against the whole nation.'

"The loans that are becoming classified are actually the hard-earned money of the ordinary people of the country," he said. "Therefore, bank officials have to go tough on such wilful defaulters."

The finance minister also asked the bank officials to better understand their clients before issuing loans.

"You have to identify the stressed assets. You have to know your customers. No long term loan should be issued against short term deposits," he said.

Speaking at the conference, Bangladesh Bank governor Fazle Kabir called for strengthening the corporate governance culture within the banks.

"The mid-level management can play a strong role in ensuring better corporate governance," he said.

Continued to page 7 Col. 4

All banks to face

Continued from page 1 col. 4

The central bank boss asked Rupali bank officials to look for ways to boost its operating profits.

As of November 15 of the last year, the operating profit of Rupali Bank stood at Tk. 910 million, while Sonali Bank's operating profit during the same period stood at Tk. 20 billion, the BB governor said.

Meanwhile, the Rupali bank officials, during the event, sought Finance Ministry's help in meeting the capital shortfall of the bank.

"While a new bank requires the minimum paid-up capital of Tk. 4.0 billion to be operational, we have only Tk. 3.72 billion", Rupali Bank CEO Ataur Rahman Prodhan said.

"Such a low amount of paid-up capital is a big barrier to us in doing business at the international level," he said.

The Rupali Bank CEO also asked for necessary approval for setting up a bank branch in Saudi Arabia.

"Currently, a large portion of Bangladeshi expatriates in Saudi Arabia are sending their remittance through illegal channels," Mr Prodhan said.

The expatriates will be able to send their money through the legal channel if Rupali sets up a branch in the Gulf country, he added.

Rupali Bank officials also asked for government greenlight for issuing right shares.

"This would help us to address the ongoing capital shortfall," Rupali Bank Chairman Monzur Hossain said.

Additional Secretary of the Banking Division Md. Fazlul Haque also spoke on the occasion.

mehdi.finexpress@gmail.com

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ dailyobserver
পৃষ্ঠা নং ঃ

তারিখ ঃ 07 FEB 2015

RECOVERY OF DEFAULT LOANS

BB for amending Bankruptcy Act

Staff Correspondent

A meeting of the representatives of banks and other bodies concerned at Bangladesh Bank on Wednesday discussed the obstacles to recovering default loans of banks - both public and private -, and weighed potential moves how to overcome the obstacles.

"We were under severe pressure at the meeting to make progress in loan recovery," said Syaed Mahbubur Rahman, Managing Director of Dhaka Bank Ltd.

The meeting discussed how to overcome the maneuvering of big defaulters who are using many loopholes of Bank Company Act and Orthoin Adalat Act to prevent the recovery moves or delay it if the process starts moving.

The meeting seriously discussed those loopholes emphasizing the need for reform of those laws to stop maneuvering by loan defaulters.

Chairman of Bangladesh Law Commission ABM Khairul Haque, Representative of Bangladesh International Center Rumee Ali, MD and CEOs of public and private banks attended the meeting.

Bangladesh Bank Governor Fazle Kabir presided over the meeting. The central bank laid emphasis on amending the Bankruptcy Act-1997 with provision of handing out exemplary punishment to habitual defaulters.

The meeting explored all legal options and stressed the need for political will to make such recovery drive successful. Most people at powerful places use their influence to foil the recovery moves.

Legal actions can't become effective without support of the administration and therefore courts and police must work together to produce results, they pointed out.

The move comes at a time when default loans have reached a record high at 11.45 per cent of the total outstanding loans. It is over Tk 99,370 crore as per Bangladesh Bank data.

Participants said when banks turn to the Artha Rin Adalat and secure order for auction of collateral properties against the loan, the defaulters usually spread news that the properties in question are disputed to discourage potential buyers to keep away.

Bank officials said the problem with the existing Bankruptcy Act is that there is no specific timeframe by which creditors will get their funds back even after the court declares the defaulters as bankrupt. Moreover, it is not possible to file a case under the Artha Rin Adalat Ain-2003 and the Bankruptcy Act at the same time. So these laws need to be amended, they added. The meeting decided to take the issues to the government to mitigate these problems.